ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
৯ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৪২-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লুইস আলফোনসো ডি আল্বা
সভাপতি
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্সঃ +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় জনাব ডি আল্বা,

বাংলাদেশঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা বাংলাদেশকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্য অনুপযোগী করে তুলছে

এটা হচ্ছে পাঁচটি চিঠির শেষ চিঠি যা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর কারণসমূহের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এটা করছি, যদি বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে আসন্ন তিন বছরের জন্য থাকার অনুমতি পায় যেমনটা তারা চেয়েছে, এবং যেহেতু কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, সে কারনে।

আগের চারটি চিঠিতে আমরা লিখেছিলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতন ও বিচার বহির্ভুত হত্যা এবং দুর্নীতি বন্ধ ও প্রতিকার করতে এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

আমাদের পঞ্চম ও এখনকার মত শেষ চিঠিতে এএইচআরসি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে আসন লাভের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের ষোড়শ অঙ্গীকারের বিষয়ে বলতে চায়, যেখানে বলা হয়েছিল, “যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে”।

এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, জাতিসংঘ স্বীকৃত “প্যারিস নীতিমালা”র সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন মানবাধিকার সমস্যা সমাধানে কোন সর্বজনীন সমাধান নয়, এবং আদালতের কার্যক্রমকে ও তদন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন বিকল্পও নয়। যাইহোক, এটা স্বীকৃতিও পেয়েছে যে, অনেকগুলোই কোন এক সময় ইতিবাচক ভুমিকা পালন করায়, বা কোনটি মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা এবং সীমিত তো বটেই, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কিছু ভাল প্রভাব তৈরী করে সামান্য হলেও কিছু দিতে পেরেছে।

এই কারণগুলোর জন্য, এটা প্রত্যাশিত হয়ে থাকতে পারে যে, বাংলাদেশ সরকার, যারা- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের মানবাধিকার সাফল্য প্রদর্শনে উদগ্রীব, যত শীঘ্র সম্ভব মানবাধিকার কমিশন গঠন করবে। বস্তুত, এপ্রিলের সেই বক্তব্যের

অন্য এক জায়গায় সরকার বলেছে যে, “এই বিষয়ে ইতোমধ্যে অনেক কাজই সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কমিশনটি কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে”।

আসলে, এ কথার অর্থ কী? এএইচআরসি জানে যে, বাংলাদেশ সরকার তার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল গ্রহন করেছিল এবং প্রকল্পটি বন্ধ হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় পুলিশ বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানের নেতৃত্বে; কথিত সম্ভাব্য কমিশন সম্পর্কে সাগ্রহে দেওয়া বক্তব্যে এই সত্য গোপন রাখা হয়েছিল। এটা কিভাবে আশা করা যায় যে, একজন পুলিশ কর্মকর্তা দেশব্যপী মানবাধিকার সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল হতে পারে, যেটার ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা গ্রহন করছে প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে, যেখানে একজন সামরিক জেনারেল- যিনি সরকারের একজন মন্ত্রীও বটে- নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক অদ্ভুত মানবাধিকার কমিটির, যা এক সময় দেশের সামরিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে এক কল্পিত মানবাধিকার কমিশনের অগ্রদূত হতে চেয়েছিল।

বিভিন্ন জাতিসংঘ দপ্তরের কাগজ পত্রগুলো একটি দ্রুত পরীক্ষা করলেই অবশ্য প্রকাশ পায় কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা “শীঘ্রই” মানবাধিকার কমিশন গঠনের চেষ্টায় বছরের পর বছর ধরে লিপ্ত। যেমন, পূর্বে উল্লেখিত চুক্তি বিষয়ক উদাহরণের মতই, ২০০১ সালে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কমিটি {কমিটি অন দি এলিমিনিয়েশন অব রেইসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন] (সিইআরডি/সি/এসআর.১৪৫৮) এবং শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি ১৯৯৭ সালে (সিআরসি/সি/এসআর. ৩৮১), এবং ১৯৯৬ সালের ৫১তম সাধারণ অধিবেশনের তৃতীয় কমিটি।

এএইচআরসি ব্যাপকভাবে সন্দিহান যে, কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনে বাংলাদেশ সরকারের সত্যিকার অর্থে আদৌ কোন সদিচ্ছা আছে কি-না। এটা স্পষ্ট। পাঁচ বছরেরও অধিক সময় সরকার পার করেছে এবং বিপুল পরিমান বৈদেশিক তহবিল যা- তথাকথিত প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে এবং কমিশনের প্রকৃত কাজ শুরু নামে ব্যয় করেছে। বিপরীতে কয়েকটি লোক দেখানো চালচলন ছাড়া সেখানে কিছুই করা হয়নি। শীঘ্রই এই অধিক আলোচিত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের মানবাধিকার গ্রুপগুলোর সাথে সেখানে কোন ধরণের আলোচনাই হয় না, বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক, আইনজীবী বা অন্যান্য পেশাজীবী যারা পরামর্শ দিতে পারেন কি উপায়ে প্রকৃত কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হতে পারে। ফলে, বাংলাদেশের জনগণ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান- যেটার সাহায্যে নুন্যতম মানবাধিকার সমস্যা সমাধান বা অন্ততঃ তাদের বেদনার কথা শোনার বা হয়ত কোন তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারতো যেখানে এটুকু করতেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ - তার অভাবে ভুগতেই থাকবে।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন তার পূর্ববর্তি চারটি চিঠিতে বাংলাদেশ সরকারের “কাউন্সিলের মেয়াদকালে সর্বজনীন মেয়াদী পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ মেকানিজম) এর অধীনে তাদের মেয়াদকালে পর্যালোচনা (রিভিউ)’র মুখোমুখী হতে সদা প্রস্তুত থাকবে” সংক্রান্ত অঙ্গীকারকে স্মরণ করেছে। পঞ্চম এবং শেষ বারের মত এখন এএইচআরসি কাউন্সিলকে উক্ত অঙ্গীকারটি স্মরণ করতে এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যত শীঘ্র তা সুনিশ্চিতভাবে করা যায়, করতে আহ্বান জানাচ্ছে। প্রতিশ্রুত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনে ব্যর্থতা বাংলাদেশের জন্য একটি লজ্জা এবং দেশের জনগণের জন্য একটি হতাশা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এটা একটি বড় রকমের তামাশা ছাড়া আর কিছুই না, নুন্যতম মর্যাদাও দেওয়া হয়নি ঐ দেশগুলো প্রতি, যারা তৎপরতা ও সম্মানের সাথে অর্থ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছিল এই আশায় যে, বাস্তবিক অর্থে উপকারী কিছু একটা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পরিবর্তে, দেশটি এক প্রতারণামুলক তামাশার মাঝেই রয়ে গেছে। এই ব্যর্থতা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, যারা একটি বৈশ্বিক ও জাতীয় মানবাধিকার ও উন্নতির সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হতে চায়; বরং এটা সেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য যারা অযোগ্য অমনোযোগীদের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছে। এটা সেই রাষ্ট্রেরও বৈশিষ্ট্য, যারা বিদেশে অযাচিত প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব করে আসছে এবং যারা বৃত্তের মধ্যে বেশী কথা বলে এবং পদ্ধতি আবিস্কার করে যেসব পদ্ধতি বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতা ও জীবনের জন্য করার মূল্যহীন। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আর প্রতারিত না হতে আহবান জানাচ্ছি।

আমি অনুরোধ করবো যে, আপনার দপ্তর এই চিঠিকে কাউন্সিলের সকল সদস্যদের বিবেচনার জন্য পৌছে দেয়া হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, জেনেভা।
২। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।